মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ষষ্ঠ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, অক্টোবর ২০২৫

জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস বিষয়ক ১৪তম সার্টিফিকেট কোর্স সফল সমাপ্তি : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস (CSGJ) আয়োজিত "১৪তম সার্টিফিকেট কোর্স অন জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস" ২২ আগস্ট শুরু হয়ে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সমাপ্ত হয়। সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনটি বৈচিত্র্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ সেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা বাংলাদেশে সহনশীলতার ভাষ্য ও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচার কাঠামো এবং শান্তি-সম্প্রীতির ধরণা গভীরভাবে অনুধাবন করেন।

১২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত সেশনের বিষয় ছিল "Tolerance in Bangladesh: Discourse of State and Society", যা পরিচালনা করেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব জেনারেল এডুকেশনের প্রভাষক নোহা সাবন্তা মৌলা। তিনি বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রে সহনশীলতার ধারণা, এর ঐতিহাসিক ও সমকালীন প্রেক্ষাপট এবং ভিন্নমতের প্রতি রাষ্ট্র ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনার সূচনা করেন। তরুণ অংশগ্রহণকারীরা এই আলোচনার মাধ্যমে নাগরিক অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সামাজিক সম্প্রীতি নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেন।

পরবর্তী কোর্স পরিচালনা করেন বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের সাবেক সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ ফওজুল আজিম। তাঁর সেশনটির শিরোনাম ছিল "Analysis of the ICT-BD Cases: Focusing on Evidence Type and Justice Mechanism"। বিচারক আজিম আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মামলাগুলোর প্রমাণ ব্যবস্থাপনা, সাক্ষ্যগ্রহণ প্রক্রিয়া এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ নিয়ে একটি বাস্তবভিত্তিক ও গভীর বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন। অংশগ্রহণকারীরা বাংলাদেশের **৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন**

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি গ্রন্থাগারের সম্মিলিত উদ্যোগ 'সুলতানা'র স্বপ্ন'-পাঠ দ্বিতীয় পর্যায়

ইউনেস্কোর বিশ্ব স্মৃতির আঞ্চলিক রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর বেগম রোকেয়ার বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী 'সুলতানার স্বপ্ন' নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে বহুমাত্রিক কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। এই ধারাবাহিকতায় গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, 'সুলতানার স্বপ্ন : শিক্ষার্থীসম্পৃক্ত সৃজনশীল-পাঠ কর্মপরিকল্পনা' সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি পাঠাগারের ৪০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। রোকেয়ার ইউটোপিয়া এবং বিজ্ঞানমনস্ক রচনা 'সুলতানার স্বপ্ন' কীভাবে আনুষ্ঠানিক এবং উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া যায় এ বিষয়ে সুপারিশ ও প্রস্তাবনা উপস্থাপিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে এনিগমা টিভি প্রযোজিত এবং নিহার সুলতানা পরিচালিত 'সুলতানার স্বপ্ন' ডকু-রিপোর্ট প্রদর্শিত হয়। সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নাসেহুন আমীন এবং সভার উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক। মফিদুল হক বলেন, ২০২৪ সালের ৮ মে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি সুলতানার স্বপ্নকে নতুনভাবে সামনে নিয়ে এলো। স্বীকৃতির পরে জুলাই মাসে পায়রাবন্দে রোকেয়ার জন্মস্থানে একটা অসাধারণ অনুষ্ঠান হয়েছে। 'সুলতানার স্বপ্ন' নিয়ে ধারাবাহিক অনেক কাজ করছে জাদুঘর, এটা আমরা ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব। শিক্ষার একটা নির্দিষ্ট প্রথাগত ধারা আছে আর বেসরকারি গ্রন্থাগারের সৃজনশীলতার একটা পথ আছে। দুটোর সম্মিলন হলে সুন্দরভাবে কাজ হতে পারে। **৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন**

জাদুঘর ব্যবস্থাপনা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ে নতুন অভিজ্ঞতা

চীনে অনুষ্ঠিত Operational Capacity Building of Bangladesh National Museum শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে জাদুঘরকর্মীর অংশগ্রহণ

চীন সরকারের আমন্ত্রণে ২১ আগস্ট থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত চীনের রাজধানী বেইজিং, ঐতিহাসিক শহর নানজিং ও সাংস্কৃতিক শহর ইয়াংজুতে অনুষ্ঠিত Operational Capacity Building of Bangladesh National Museum শীর্ষক সেমিনারে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিনিধি হিসেবে আমি অংশগ্রহণ করি। এই সেমিনারে বাংলাদেশ থেকে মোট ২০ জন জাদুঘর পেশাজীবী অংশগ্রহণ করেন, যাদের মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর থেকে ১৮ জন, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে ১ জন এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে আমি অংশ নেই।

Ministry of Culture and Tourism of the People's Republic of China-এর তত্ত্বাবধায়নে সেমিনারের আয়োজন করে Central Academy of Cultural and Tourism Administration। এটি একটি কালচারাল এক্সচেঞ্জ বেইজ প্রোগ্রাম। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক মিউজিয়াম ব্যবস্থাপনায়

পারস্পরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে সহযোগিতা এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মিউজিয়াম পরিচালনায় উদ্ভাবন বৃদ্ধি করা, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, প্রদর্শনী পরিকল্পনা, ডিজিটালাইজেশন, কালচারাল আর্টিফেক্টসের সাথে সমন্বয় রেখে মিউজিয়াম প্রোডাক্ট উন্নয়ন, জাদুঘরের সাথে দর্শনার্থীদের সম্পৃক্ততার কৌশল উন্নয়ন, ডিজিটাল টেকনোলজি ব্যবহার ও শিক্ষা কার্যক্রমে নতুন পদ্ধতির প্রয়োগসহ মিউজিয়ামের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলোকে দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা।

মাসব্যাপী সেমিনারে ১৩টি বক্তব্য, ২০টি জাদুঘর ও ১৩টি সাংস্কৃতিক স্থান পরিদর্শন এবং বেশ কিছু ডিজিটাল ইন্টার‍্যাকটিভ সেশন অনুষ্ঠিত হয় । যা একজন মিউজিয়াম পেশাজীবী হিসেবে অভিজ্ঞতা, মিউজিয়াম বিষয়ে বিস্তর জ্ঞান ও ধারণা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। মাসব্যাপী এই সেমিনারের ১৯ দিন বেইজিংয়ে, ৫ দিন নানজিং এবং ৪ দিন ইয়াংজু শহরে অনুষ্ঠিত হয়।

সেশনগুলো পরিচালনা করেন চীনের খ্যাতিমান মিউজিয়াম বিশেষজ্ঞ, পরিচালক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত এবং সিনিয়র কালচারাল অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা। আলোচনায় উঠে আসে আধুনিক মিউজিয়াম পরিকল্পনা ও প্রশাসনিক কাঠামো, প্রদর্শনী পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ধাপ, ক্ষুদ্র ও মাইক্রো মিউজিয়াম পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়া, স্মারক সংগ্রহ-সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা পদ্ধতি, মিউজিয়াম শিক্ষা কার্যক্রমের নকশা, ডিজিটাল প্রযুক্তি (VR Interactive Screen) ব্যবহার এবং দর্শনার্থী সম্পৃক্তকরণ কৌশল।

চীনের অনেক মিউজিয়ামে বর্তমানে ডিজিটাল আর্কাইভিং, অডিও-ভিজ্যুয়াল ব্যাখ্যা ও কিউআর কোডভিত্তিক তথ্যপ্রাপ্তির সুবিধা চালু করেছে। এগুলো দর্শনার্থীদের শিক্ষণ অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করছে, যা ভবিষ্যতে বাংলাদেশের জাদুঘর বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিচালনায়ও কার্যকর হতে পারে বলে আমি মনে করি।

একজন জাদুঘর পেশাজীবী হিসেবে আমি বিস্মিত হয়েছি চীনের জাদুঘরগুলোর বিশাল সংগ্রহ, প্রদর্শনীর বৈচিত্র্য এবং আধুনিক প্রযুক্তির দক্ষ ব্যবহারে। কীভাবে তারা অতীতকে জীবন্ত করে তুলে তরুণ প্রজন্মকে ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করেছে। জাদুঘরগুলো ক্রমাগত শিক্ষামূলক কর্মসূচি ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে নিজেদের প্রাণবন্ত রাখে, যা আমার কাছে ছিল অনুপ্রেরণাদায়ক ও শিক্ষণীয়। এছাড়া প্রদর্শনীর উপস্থাপনা, টেক্সটের বিন্যাস, প্রদর্শনী কেসের ডাইমেনশন, আলোকায়ন, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিখুঁত সমন্বয় আমাকে মুগ্ধ করেছে।

নানজিং সিটিতে আমি ব্যক্তিগতভাবে পরিদর্শন করি ঐতিহাসিক The Memorial Hall of the Victims in the Nanjing Massacre by Japanese Invaders যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ১৯৩৭ সালে জাপানি সেনাদের গণহত্যার বেদনাবিধুর দলিল ধারণ করে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালিদের উপর যে রকম গণহত্যা চালিয়েছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৩৭ সালে জাপানিজ আর্মি পুরো নানজিং শহরজুড়ে অনুরূপ গণহত্যা চালিয়েছিল। এই মেমোরিয়াল হলে প্রদর্শিত হচ্ছে তারই ছবি, ডুকুমেন্ট ও দলিল-দস্তাবেজ। মেমোরিয়াল হলের আর্কিটেকচারাল নকশা, জাদুঘর চত্তরে প্রদর্শিত ভাস্কর্য, গ্যালারিগুলোতে প্রদর্শিত গণহত্যার আলোকচিত্র ও দলিল, আলোকায়ন ও উপস্থাপন পদ্ধতি একদিকে দর্শনার্থীর আবেগকে যেমন নাড়া দেয়, অন্যদিকে শান্তি ও মানবিক মূল্যবোধের বার্তা দেয়।

সর্বোপরি সেমিনার থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা আমাকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আরও সৃজনশীল ও কৌশলগতভাবে কাজ করতে সহায়তা করবে। আমি এখানে যা শিখেছি, তা প্রয়োগের মাধ্যমে দর্শনার্থীদের জন্য সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় অভিজ্ঞতা তৈরিতে কাজ করতে চাই।

তাছাড়া এই সেমিনারের মাধ্যমে আমার আন্তর্জাতিক পেশাগত নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত হয়েছে। ভবিষ্যতে চীনের বিভিন্ন জাদুঘর ও গবেষকদের সঙ্গে সহযোগিতার সুযোগ তৈরি হতে পারে, যা বাংলাদেশ ও চীনের সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে দৃঢ় করবে।

সেমিনারের শেষ দিনে অংশগ্রহণকারীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন Central Academy of Cultural and Tourism Administration-এর প্রেসিডেন্ট Mr. Ma Feng। সমাপনী বক্তব্যে তিনি বলেন, "এই সেমিনার কেবল জ্ঞান বিনিময়ের নয়, বরং সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন। আমরা সবসময় মনে রাখব, দুই দেশের সম্পর্ক শুধুই কূটনৈতিক নয়, এটি আন্তরিক বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। আমরা প্রত্যাশা করি, এই অভিজ্ঞতা শুধু ব্যক্তিগত অর্জন হবে না; এটি বাংলাদেশের সংস্কৃতি, জাদুঘর ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে আরও সমৃদ্ধ করবে।"

চীনের এই সেমিনার কেবল একটি প্রশিক্ষণ নয়, এটি ছিল এক সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক অভিযাত্রা, যেখানে ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন অভিজ্ঞতা ও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ একত্রিত হয়েছিল জাদুঘরকে আরও মানবিক, শিক্ষণীয় ও প্রযুক্তিনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে।

মন্টু বাবু সরকার
সহকারী আর্কাইভ কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

শোকবার্তা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিচালিত জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠের সুহৃদ শহিদ গোলাম কিবরিয়া চৌধুরীর কন্যা মোছা: আমেনা খাতুন গত ৩ অক্টোবর ২০২৫ মৃত্যুবরণ করেন। তার অকাল প্রয়াণে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গভীরভাবে শোকাহত।

উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালে সংঘটিত মিরপুর গণহত্যায় গোলাম কিবরিয়া চৌধুরীকে ধরে এনে জল্লাদখানায় হত্যা করা হয়।

জল্লাদখানা পরিদর্শনে একদল তরুণ প্রশিক্ষণার্থী

২২ আগস্ট থেকে সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস আয়োজন করে ১৪তম সার্টিফিকেট কোর্স। গত ৫ সেপ্টেম্বর ৩৫ জন তরুণ প্রশিক্ষণার্থী মিরপুরস্থ জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পরিদর্শনে আসেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে সংঘটিত নারকীয় হত্যাকাণ্ডের নির্মম সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই বধ্যভূমি। যেখানে প্রাঙ্গণজুড়ে রয়েছে সমগ্র বাংলাদেশের ৪৭৭টি বধ্যভূমির তালিকা (অসমাপ্ত) এবং ছয়টি বধ্যভূমির পবিত্র মাটি। এছাড়াও বিংশ শতাব্দিতে সারা বিশ্বে ঘটে যাওয়া গণহত্যার তালিকা। প্রশিক্ষণার্থীরা জল্লাদখানা বধ্যভূমির ইতিহাস জানার পর সকলে জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পরিদর্শন শুরু করেন। একে একে ঢাকা বিভাগ, রাজশাহী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, খুলনা বিভাগ, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের বিভিন্ন বধ্যভূমির সাথে তারা পরিচিত হন। কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থী তার নিজ নিজ গ্রামের বধ্যভূমির নাম দেখতে পেয়ে কিছুটা চমকপ্রদ হন। কারণ বাংলাদেশের অধিকাংশ বধ্যভূমি সঠিকভাবে সংরক্ষণের অভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে হটাৎ নিজের জেলার পরিচিত কোন বধ্যভূমির নাম এই জল্লাদখানা বধ্যভূমিতে খোদাই করে লেখা রয়েছে বিষয়টি বেশ অবাক করার মতো। পরিদর্শনের শেষ প্রান্তে একটি কালো গ্রানাইড পাথরের সামনে সকলে থমকে দাঁড়ান, সেখানে বড় হরফে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে 'STOP GENOCIDE'।

মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্যচিত্র STOP GENOCIDE-এর নির্মাতা জহির রায়হান ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি অবরুদ্ধ মিরপুরে বড় ভাই শহিদুল্লা কায়সারকে খুঁজতে এসে নিখোঁজ হন। এই কোর্সের অংশ হিসেবে 'স্টপ জেনোসাইড' ডকুমেন্টারি দেখানো হয়েছে। জল্লাদখানার সেই বিভৎস কূপের সামনে এসে দাঁড়ালেন সকলে, নীরবে শ্রদ্ধা জানালেন শহিদদের প্রতি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে হত্যা করার পর অগণিত শহিদের লাশ ফেলা হত ৩০ ফুট গভীর পরিত্যক্ত এই পাম্প হাউজের মধ্যে। ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তত্ত্বাবধানে দুটি কূপ হতে ৭০টি মাথার খুলি এবং ৫৩৯২টি অস্থিখণ্ডের সাথে শহিদদের ব্যবহার্য নানা সামগ্রী উদ্ধার করা হয়। পরিদর্শন শেষে একজন মন্তব্য লেখেন,'বধ্যভূমির যথাযথ সংস্কার ও শহিদদের তালিকা প্রণয়নে সর্বোচ্চ সরকারি সহায়তা কামনা করি। সকল শহিদের আত্মা শান্তি পাক।' গোলাম কিবরিয়া নামে একজন প্রশিক্ষণার্থী মন্তব্য করেন, 'বধ্যভূমিগুলোকে যেকোন সরকারের রাজনৈতিক মতাদর্শের বাইরে রাখা উচিত। সত্যকে স্বীকার করা, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যথাযথ সংরক্ষণ ও প্রচার করা উচিত।'

প্রমিলা বিশ্বাস
সুপারভাইজার
জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সংগ্রহে যুক্ত হলো ১৯৭১ সালের নিউজউইক ম্যাগাজিন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সংগ্রহশালায় নতুন স্মারক হিসেবে যুক্ত হয়েছে ১৯৭১ সালের নিউজউইক ম্যাগাজিন। ২০২৫ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অডিটরিয়ামে আলতাফ মাহমুদ সংগীত বিদ্যানিকেতনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত "সংস্কৃতি ও মুক্তিযুদ্ধে শহীদ আলতাফ মাহমুদ" শীর্ষক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ১৯৭১ সালের ১০ মে প্রকাশিত (পুণমুদ্রিত) 'নিউজউইক' ম্যাগাজিনটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক-এর নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন ৭ নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর নাজমুল হকের জামাতা মু. লুতফর রহমান।

স্মারক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাবেক কেবিনেট সচিব এ এস এম আব্দুল হালিম, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, সাবেক সচিব হুমায়ুন খালিদ, সাবেক সিনিয়র সচিব আব্দুস সামাদ ফারুক ও আলতাফ মাহমুদ সংগীত বিদ্যানিকেতনের সভাপতি এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নাসেহুন আমীন।

উল্লেখ্য, নিউজউইক ম্যাগাজিনের এ সংখ্যায় "হক'স বিদ্রোহ" (Huq's Rebellion) শিরোনামে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিবেদনে সাংবাদিক মিলান জে কুবিক লিখেছেন, মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে বারবার পরাজয়ের মুখে পড়েও বাঙালি বিদ্রোহীরা ছিলেন অদম্য ও দৃঢ়সংকল্প। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করে লিবারেশন আর্মির নেতা মেজর নাজমুল হকের সাক্ষাৎকার নেন। মেজর হক জানান, যুদ্ধের প্রথম ধাপ শিগগিরই শেষ হবে এবং আরও শক্তিশালী দ্বিতীয় ধাপ শুরু হবে।

খাদ্য, ওষুধ ও জ্বালানির তীব্র সংকটের মধ্যেও গ্রামবাসীরা স্বাধীনতার প্রতি অবিচল ছিল, তারা মনোবল বাড়াতে উচ্চারণ করছিল 'জয় বাংলা' ধ্বনি। বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র ছিল সীমিত প্রায় ৩,০০০টি পুরনো এনফিল্ড রাইফেল ও ১০০টি মর্টার। তবে ভারত ইতোমধ্যেই প্রশিক্ষণ শিবির গঠন শুরু করেছিল এবং শিগগিরই অস্ত্র সহায়তা পাঠানোর প্রত্যাশা ছিল। মেজর হক দৃঢ়তার সঙ্গে আশ্বস্ত করেন আগামী মাসগুলোতে আরও শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে উঠবে।

মন্টু বাবু সরকার
সহকারী আর্কাইভ কর্মকর্তা
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

Reflection from the Participant of the 14th Certificate Course on Genocide and Justice

I am deeply honored to have received the **Best Participant Award** in the 14th Certificate Course on Genocide and Justice. Being part of this program was a profoundly enriching experience, and I am grateful for the opportunity to share my reflections.

As a final-year law student at the School of Law, BRAC University, my academic focus has primarily been on domestic law. However, my experiences in moot court competitions and research projects sparked a strong interest in International Humanitarian Law (IHL) and International Criminal Law (ICL). Much of this interest developed independently through self-learning, curiosity, and personal initiative rather than formal institutional influence.

When I came across the circular for this certificate course, I knew it was a unique chance to learn from experts in the field. My motivation was purely knowledge-driven; I was eager to engage in discussions, ask questions, and explore the subject matter deeply, without any expectation of awards or recognition. The depth and structure of the course exceeded my expectations.

The curriculum was thoughtfully designed, covering fundamental aspects of international criminal law, including war crimes, refugees, the experiences of Biranganas, and human rights issues. What particularly impressed me was the holistic approach taken by the course instructors, they analyzed the 1971 Liberation War and the associated genocide not only from a legal perspective but also in a societal context. This dual perspective was eye-opening; it reinforced the understanding that law is shaped by historical and social realities, not merely written statutes.

The course reignited my passion for learning in this field. I found myself eagerly awaiting each session, deeply engaged in every discussion, and inspired by the insights shared by experts like Barrister Sara Hossain. Her session on war children particularly motivated me to pursue a research paper on war childs, through which I identified a significant research gap, a study I plan to continue in the near future.

Being recognized as the Best Participant is an honor I will cherish, but more importantly, the knowledge and perspective I gained are invaluable. I am sincerely grateful to the Centre for Study of Genocide and Justice for organizing such a meaningful program, and I look forward to collaborating with the center in future initiatives. I hope that this platform continues to inspire and educate aspiring scholars in the years to come.

Nirbachita Haque
LLB Student, School of Law
BRAC University
Participant, 14th Certificate Course on Genocide and Justice

The 14th Certificate Course on Genocide and Justice organized by the Center for the Study of Genocide and Justice – CSGJ at the Liberation War Museum was one of the most fulfilling academic courses that I fortunately got to experience. Being a law student with an interest in Human Rights, the course offered guidance that can be received at few places if not none. A comprehensive experience ranging from academic lectures, engaging group works, networking opportunities and most importantly a walk through history. All around, it wasn't only a learning experience but also enjoyable.

The academic lectures during the course stand out for their efficiency and easy to understand approach. A number of participants were of backgrounds outside the expected academic streams, such as Anthropology, English, Archeology, Women & Gender Studies etc. However, every lecturer ensured that their classes were accessible to each and every one present in the course; even classes which were enshrined by the legal world. Dr. Upal Aditya Oikya and Mofidul Haque, a trustee of the Liberation War Museum kickstarted the academic lectures by an introduction to International Criminal law and a walk through history respectively; which was then followed by a plethora of brilliant lecturers from various backgrounds.

The lectures by Barrister Sara Hossain & Dr. Megha Guhathakurta particularly stand out for diving into less discussed aspects of the 1971 Genocide.

Besides the academic lectures, the course was filled with engaging segments throughout. Writer Aulic A. particularly conducted a fantastic segment related to what powerful terms such as peace, harmony, ecocide means to the participants. Nasrin Akter of AJAR provided an insightful learning experience on how stories are collected from communities who have been subjected to mass violence. The segment stands out for blending the concept of transitional justice with field methodologies which were previously unknown to me. Being an avid watcher of movies, the film-screening introduced us to some lesser-known heroes of the liberation war.

Finally, the field trip to the Jalladkhana Killing Field in Mirpur was an eerie but necessary experience; learning about a brutal incident and standing on the ground where it happened was an eye-opening trip. The architecture of the memorial, the documentation of uncountable killing fields, the well where the bodies were buried; all these provided an experience which can be said for all the participants was once in a lifetime.

All in all, the course, although thought to be rather academic at face value, subverted the expectation and provided a comprehensive, engaging learning experience which is very much necessary during these times. I wish all those involved with the center all the very best, expect they will keep doing the good work and conduct such courses further, so that me and all other participants can have the good fortune of experiencing them further.

Arijit Datta
LLM student
Jahangirnagar University
Participant, 14th Certificate Course on Genocide and Justice

ভিনদেশী এক মায়ের কান্না

মিসেস ফিলিপা মিলার ভীষণ আগ্রহ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শন করেন। পাল ও সেন যুগ, সুলতানি ও মোঘল আমল, বৃটিশ শাসন-বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, দেশ ভাগ, ভাষা আন্দোলন, পাকিস্তানি শাসন দেখতে দেখতে এগিয়ে গেলেন। ২৫ শে মার্চের কালরাত্রির বিবরণ শুনে শিউরে উঠলেন। কবি মেহেরুন্নেসার নির্মম মৃত্যুর ঘটনা শুনে ধারণা পেলেন পাকিস্তানিদের পক্ষে কতক অবাঙালির অত্যাচার। থমকে দাঁড়ালেন রেহানার সামনে এসে। অনেক চেষ্টা করেও কান্না থামাতে পারলেন না, মিসেস মিলার। রেহানার ছোট্ট ফ্রকটাতে যেন নিজের সন্তানকে দেখতে পেলেন। রেহানা, চার মাসবয়সী এক ছোট্ট শিশু। যার বেড়ে উঠার কথা ছিল স্বাধীন বাংলাদেশে। অথচ বাবা মুক্তিযোদ্ধাদের কমান্ডার ছিল বলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কেড়ে নিয়েছিল প্রাণ। 'কি দোষ এই ছোট্টশিশুদের! প্রথম-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বাংলাদেশের যুদ্ধ, ফিলিস্তিন ইসরায়েলের যুদ্ধ কিংবা আজকের রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ পৃথিবীর যে প্রান্তেই যুদ্ধ হোক, প্রাণ যায় সাধারণ মানুষের। যারা কখনোই যুদ্ধ চায় না। গুটিকয়েক মানুষের স্বার্থের কারণে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় হাজার হাজার মানুষের।' আবেগাপ্লুত হয়ে কথাগুলো বলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনে আসা ইউরোপীয় ইউনিয়নের এম্বাসেডর মাইকেল মুলারের স্ত্রী মিসেস ফিলিপা। যুদ্ধের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্র নীতির উল্লেখ করে বলেন, বিভিন্ন দেশের নিয়মনীতি কিছুটা নমনীয় হলে যদি যুদ্ধ না হয় তাহলে তো শান্তির কথা চিন্তা করেও কিছু বিষয় পরিবর্তন করা যেতে পারে। অথচ কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতাদের খামখেয়ালি মনোভাবের কারণে দেশে দেশে যুদ্ধ চলতেই থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপ যে ক্ষয়ক্ষতি, ভয়াবহতা দেখেছে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে ইউরোপ চায় যুদ্ধে না জড়িয়ে সমঝোতার মাধ্যমে কোনো সমস্যার সমাধান করতে। তারপরও কেউ কেউ চায় যুদ্ধ হোক। এমন মানুষের সংখ্যা যেমন আছে পৃথিবীতে, যুদ্ধ বন্ধ হয়ে শান্তি আসুক এমন মানুষও অনেক আছে। শান্তির পক্ষের মানুষই বেশি। এজন্যই তো সুদূর ফিলিস্তিন কিংবা ইউক্রেনের জন্য সাধারণ একজন বাংলাদেশি মানুষও কথা বলে। শরণার্থী শিবিরের চিত্র দেখে দুঃখভারাকান্ত হয়ে কান্না না থামাতে পেরে জড়িয়ে ধরেছিলেন। এত বছর আগের ছবি দেখেও কিছু মানুষ ব্যথিত হয় অথচ কিছু মানুষের সামনেই কত শিশু ধুঁকে ধুঁকে মরে যাচ্ছে যুদ্ধের ভয়াবহতায়। তাদের জন্য নীতিনির্ধারকদের কোনো সহানুভূতি জাগে না। সংবেদনশীল একটা মন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গ্যালারিগুলো দেখলেন দু'জন।

ইয়াছমিন লিসা
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস বিষয়ক ১৪তম সার্টিফিকেট কোর্স

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যুদ্ধাপরাধ বিচারের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং এর আইনি প্রয়োগ সম্পর্কে মূল্যবান জ্ঞান অর্জন করেন। ১৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় ১৫তম ও ব্যতিক্রমধর্মী একটি সেশন– Peace and Harmony in Suffocating Times যা পরিচালনা করেন সনামধন্য লেখিকা ব্রিদওয়ার্কার ও হিলার Aulic A.। তিনি ব্যক্তিগত শান্তি, মানসিক সহনশীলতা এবং সমাজে সম্প্রীতির গুরুত্ব নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে এক মুক্ত আলোচনায় যুক্ত হন। সেশনটির পর অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সের সমাপ্তি ঘটে ১৯ সেপ্টেম্বর এক আনন্দঘন ও প্রাণবন্ত সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে সিএসজিজের পরিচালক ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের আগামীর পথচলায় মানবতা, সত্য এবং ন্যায়বিচারের চেতনা ধারণ করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শহীদ বুদ্ধিজীবী জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার কন্যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা। তিনি কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন করা ৪৩ জন অংশগ্রহণকারীর হাতে সনদপত্র তুলে দেন।

এই অনুষ্ঠানে নির্বাচিতা হক (এলএলবি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়) লাভ করেন বেস্ট পার্টিসিপ্যান্ট অ্যাওয়ার্ড এবং অরিজিত দত্ত (এলএলবি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়) অর্জন করেন বেস্ট রিসার্চার অ্যাওয়ার্ড। নির্বাচিতা হক ও কাজী জোবায়ের মাহমুদ বাপ্পী (এলএলবি,

ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস - UITS) তাদের অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতির কথা ব্যক্ত করেন। বাপ্পী জানান, এই কোর্সটি তাকে কেবল তথ্য ও পরিসংখ্যান নয় বরং ১৯৭১ সালের নৃশংসতার সঙ্গে এক গভীর মানসিক সংযোগ স্থাপনের সুযোগ দিয়েছে। বিশেষ করে তিনি উল্লেখ করেন মিরপুর জল্লাদখানায় ফিল্ড ভিজিটের অভিজ্ঞতার কথা, যেখানে ১৯৯৯ সালের উৎখননে ৭০টি মাথার খুলি এবং ৫,৩৯২টি হাড়ের টুকরো উদ্ধার করা হয়– যা বয়স ও লিঙ্গ নির্বিশেষে মুক্তিকামী নাগরিকদের হত্যার নিদর্শন বহন করে। তিনি ও নির্বাচিতা উভয়েই ভবিষ্যতে এই স্মৃতিকে সংরক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে এগিয়ে নেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ও সেন্টারের স্বেচ্ছাসেবক আরাফাত রহমান তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও মেন্টরশিপ প্রাপ্তির গল্প তুলে ধরেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে যুক্ত থেকে গবেষণা ও স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে নিজেদের সমৃদ্ধ করার জন্য নতুন অংশগ্রহণকারীদের আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানের শেষাংশে অংশগ্রহণকারীদের পরিবেশনায় একটি সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি, নৃত্য এবং সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে তারা কোর্সের অভিজ্ঞতা ও আবেগকে প্রকাশ করেন। কেন্দ্রের গবেষণা সহযোগী অগ্নিজিতা দে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন, যা পুরো পরিবেশকে আবেগপূর্ণ করে তোলে।

১৪তম সার্টিফিকেট কোর্সের সফল সমাপ্তি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিসের এক গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অংশগ্রহণকারীদের সম্পৃক্ততা, একাডেমিক আলোচনার গভীরতা এবং অতীতের বেদনাকে বর্তমানের শিক্ষায় রূপান্তরের প্রচেষ্টা– সব মিলিয়ে এটি ছিল এক অনন্য উদ্যোগের আরেকটি সফল আয়োজন।

নুসরাত তাবাস্‌সুম
স্বেচ্ছাকর্মী, সিএসজিজে

সিএসজিজে স্বেচ্ছাসেবক ওরিয়েন্টেশন : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫

শরতের কোমল আলোয় স্নাত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সকাল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রাঙ্গণে যেন এক বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে উদিত হয়েছিল। ইতিহাসের বুকে দাঁড়িয়ে তরুণ প্রজন্মের হাতে দায়িত্ব তুলে দিতে সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস (CSGJ) আয়োজন করে Volunteer Orientation–Fall 2025। এই আয়োজনে অংশ নেয় দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, গবেষক ও তরুণ পেশাজীবীরা, যারা অতীতের শিক্ষা ও ভবিষ্যতের দায়িত্বকে ধারণ করার অঙ্গীকার নিয়ে একত্রিত হয়েছিলেন।

অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল নতুন স্বেচ্ছাসেবকদের CSGJ-এর কাজ, ভাবনা ও মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচিত করানো– যাতে তারা মুক্তিযুদ্ধকালীন গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার মতো বিষয়গুলোতে সচেতন ভূমিকা রাখতে পারে। নিবন্ধন, গ্যালারি ভ্রমণ, আলোচনা ও সেমিনার– প্রতিটি ধাপে তরুণরা ইতিহাসের সঙ্গে নতুনভাবে সংযোগ স্থাপন করেছে।

গ্যালারির দেয়ালে ঝুলে থাকা নিদর্শন, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি আর শহিদদের ত্যাগের কাহিনী যেন প্রত্যেকের হৃদয়ে নতুন করে আলো জ্বালিয়েছে। অনেকে প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করেছেন– ইতিহাস কোনো দূরের বিষয় নয়; এটি আমাদের চিন্তা, আচরণ ও দায়িত্ববোধের অংশ।

দিনব্যাপী এই ওরিয়েন্টেশন প্রমাণ করেছে যে তরুণ প্রজন্মের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া স্মৃতি ও মানবতার আলো টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

দিনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে স্বেচ্ছাসেবীদের নিবন্ধন পর্বের মাধ্যমে। নিবন্ধন শেষে আগ্রহ ও উদ্দীপনায় ভরপুর নতুন স্বেচ্ছাসেবকরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হন এবং দিনব্যাপী কার্যক্রমের পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা পান। সবার মধ্যে ছিল ইতিহাস জানার এক অদম্য আগ্রহ। তাদের মন হয়তো বলছিল, 'আজ আমরা ইতিহাসের সঙ্গে কাছ থেকে দেখা করব।'

দুপুর ১২ টায় শুরু হয় গ্যালারি পরিদর্শন।

বিকেল ২ টা ৩০ মিনিটে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার হলে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। পরিবেশ শান্ত ও গম্ভীর কিন্তু প্রত্যাশায় ভরপুর। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন CSGJ-এর দুইজন সিনিয়র স্বেচ্ছাসেবক। পরিচয় পর্বের শুরুটা হয়েছিল মজার এক খেলার মাধ্যমে, যাদের জন্মদিন মাস মিলে যাবে তারা একে অপরকে পরিচয় করাবে ৫ মিনিট কথা বলার পর। এভাবে একে অপরের সাথে কথাও হয়ে যায় এবং জড়তা কেটে আবহাওয়া হাসি আনন্দের হয়ে উঠে।

ওরিয়েন্টেশনের আলোচনাগুলো ছিল জ্ঞানসমৃদ্ধ ও অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ। গবেষণা কর্মকর্তা, আর্কাইভ টিমের সদস্য এবং প্রোগ্রাম ফ্যাসিলিটেটরগণ গবেষণা সহায়তা, ইভেন্ট ব্যবস্থাপনা, প্রদর্শনী সহায়তা এবং মানবাধিকার ভিত্তিক প্রচারণা কার্যক্রমের মাধ্যমে স্বেচ্ছাকর্মীরা কীভাবে জাদুঘরের কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন সে বিষয়ে ধারনা প্রদান করেন।

সেশনের মধ্যে একটি অংশ ছিল, অতীতের গুরুত্ব কতটুকু প্রয়োজনীয় বর্তমান প্রজন্মের জন্য। তখন অংশগ্রহণকারীরা আলোচনায় যুক্ত হয়ে বলেন কীভাবে অতীতের ট্রাজেডি আজকের মানবতার বার্তা বহন করে।

একজন নতুন স্বেচ্ছাসেবক বলেন, 'আমি আগে ভাবতাম ইতিহাস শুধু পড়ার বিষয়। আজ বুঝলাম, ইতিহাস বাঁচিয়ে রাখাও এক ধরনের দায়িত্ব।'

ওরিয়েন্টেশনের পর্বগুলোর মধ্যে দলীয় আলোচনা, কুইজ এবং স্মৃতিচর্চা ছিল অন্যতম আকর্ষণ। অংশগ্রহণকারীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মের কাছে কতটা প্রাসঙ্গিক' বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

এই ওরিয়েন্টেশন কেবল একটি প্রশিক্ষণ নয়, এটি আত্ম-সচেতনতার যাত্রা।

অনুষ্ঠানের শেষ মুহূর্তে সবাই একসঙ্গে দাঁড়িয়ে নীরব প্রতিজ্ঞা করেন তারা তাদের সর্বোচ্চ দিবেন আমাদের দেশের ইতিহাস রক্ষায়, হবেন ইতিহাসের বাহক।

ফারিয়া আক্তার
ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ
গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ভলান্টিয়ার, সিএসজিজে

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি গ্রন্থাগার সম্মিলিত উদ্যোগ : 'সুলতানা'র স্বপ্ন'-পাঠ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে শিক্ষক ও পাঠাগার প্রতিনিধিবৃন্দ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বেসরকারি গ্রন্থাগার এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সমন্বয়ে 'সুলতানার স্বপ্ন' নিয়ে আগামীর কর্মকাণ্ড এগিয়ে নেয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এসওএস হারম্যান মেইনার কলেজের সিনিয়র শিক্ষক পলি চক্রবর্তী বলেন, সুলতানার গল্প নারী সমাজের ঘুরে দাঁড়ানোর প্রেরণা যা নারী-পুরুষের ব্যবধান ঘুচাতে সাহায্য করে। এ গল্প শোনাতে দেশের যেকোনো স্থানে যেতে তিনি প্রস্তুত। আলোচনায় অংশ নিয়ে কিশলয় বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজের ফাতেমা মারজান বলেন, একশ বিশ বছর আগের একটি কাহিনী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সামনে এনে সকলের চোখ খুলে দিয়েছে। এ গল্পের কথা আগেও জানতাম কিন্তু এটা যে এত শক্তিশালী তা বুঝতে পারছি জাদুঘরের এই আয়োজনে এসে। বাংলাদেশের নারী উন্নয়নে সুলতানার স্বপ্নকে সাথে নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে। হাজারীবাগ গার্লস স্কুল এ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ এস এম আমান-উর-রশিদ জানান, 'সুলতানার স্বপ্ন'-পাঠ প্রসারে তিনি এবং তার প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত আছে। যা কিছু করা দরকার সম্মিলিতভাবেই করা হবে। বাংলাদেশ বেসরকারি পাঠাগার সংহতির সভাপতি মো. শাহনেওয়াজ বলেন, 'সুলতানার স্বপ্ন'-পাঠ বাস্তবায়নে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পাঠাগার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করে দিয়েছে। এই শক্ত ভিতের উপর নির্ভর করেই আমাদের কার্যক্রম এগিয়ে নিতে চাই।

তাদের আলোচনায় 'সুলতানার স্বপ্ন : শিক্ষার্থীসম্পৃক্ত সৃজনশীল-পাঠ কর্মপরিকল্পনা' বাস্তবায়নে নিম্নরূপ কিছু সিদ্ধান্ত উঠে এসেছে :

- পাঠাগার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরস্পর নিকটবর্তী কমপক্ষে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/পাঠাগার খুঁজে বের করে পরস্পর সেতুবন্ধ রচনা করবে এবং 'সুলতানার স্বপ্ন' : সৃজনশীল-পাঠ কর্মপরিকল্পনা' বাস্তবায়ন করবে।
- শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীবৃন্দ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের আওতায় রোকেয়া এবং 'সুলতানার স্বপ্ন' পাঠ-প্রসারে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নকল্পে পাঠাগার প্রতিনিধি এবং নেটওয়ার্ক শিক্ষকের নাম এবং মোবাইল নম্বরসহ তথ্য সংগ্রহ করবে।
- পাঠ-প্রসারকল্পে নেটওয়ার্ক শিক্ষক এবং পাঠাগার প্রতিনিধিবৃন্দ জাদুঘরের সাথে আন্তঃযোগাযোগ রক্ষা করবে।

অনুষ্ঠানে 'সুলতানার স্বপ্ন'-পাঠ বিষয়ে নিজস্ব কার্যক্রম উপস্থাপন করেন নীলফামারী ডোমার বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক হারুন অর রশিদ, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ফাওজিয়া মান্নান, বেসরকারি গ্রন্থাগার সংহতির সম্পাদক মো. জহির উদ্দিন, লিডোর নির্বাহী পরিচালক ফরহাদ হোসেন এবং অভিযাত্রীর সহ-প্রতিষ্ঠাতা নিশাত মজুমদার।

মির্জা মাহমুদ আহমেদ
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

শহীদ আলতাফ মাহমুদ সংগীত বিদ্যানিকেতনের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

১৯৯৭ সালে আউটরিচ কর্মসূচির যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে এই শিক্ষা কর্মসূচিতে যুক্ত হয়েছে বাক-প্রতিবন্ধী ও সুবিধা বঞ্চিত শিশু, এস ও এস শিশুপল্লী, ইউসেপ স্কুল, মাদ্রাসা ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষার্থীরা। বর্তমানে শিক্ষাকর্মসূচির পরিধি বেড়ে সেখানে যেমন যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন তেমনি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও।

তারই ধারাবিহকতায় ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ শহীদ আলতাফ মাহমুদ সংগীত বিদ্যানিকেতনের শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক প্রতিনিধিরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। শহীদ আলতাফ মাহমুদ সংগীত বিদ্যানিকেতন কর্তৃপক্ষ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন পর্বটি দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম পর্বটি শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও পরিচালনা পর্ষদ জাদুঘরের আউটরিচ কর্মসূচিতে যুক্ত আর দ্বিতীয় পর্বে তাদের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সকাল দশটার কিছু পরে শহীদ আলতাফ মাহমুদ সংগীত বিদ্যানিকেতন পরিবার জাদুঘরে এসে পৌঁছায়। আগত শিক্ষার্থীদের প্রথমে মিলনায়তনে একত্রিত করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পরিচিতি এবং শিক্ষা কর্মসূচি বিষয়ে সামক্য ধারণা দেয়া হয়। শিক্ষা কর্মসূচির বিষয়ে অবগত করার পরে 'বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস' প্রমাণ্যচিত্রটি প্রদর্শন করা হয়। এরপর প্রথমে শিক্ষার্থীদের তিনদলে বিভক্ত করে গ্যালারিতে পাঠানো হয়। শিক্ষার্থীরা গ্যালারি পরিদর্শন সময়ে গাইডরা গ্যালারিতে প্রদর্শিত স্মারক সমূহের স্ববিস্তার বর্ণনা প্রদান করেন। শিক্ষার্থীদের পর অভিভাবক ও পরিচালনা পর্ষদ সদস্যরা গ্যালারি পরিদর্শন করেন। গ্যালারি পরিদর্শন শেষে শিক্ষার্থীরা সময়ের অভাবে তাৎক্ষণিক কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেনি। বিকাল সাড়ে তিনটায় আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে শহীদ আলতাফ মাহমুদের একমাত্র কন্যা শাওন মাহমুদও উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে সংগীত বিদ্যানিকেতনের শিক্ষার্থীরদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শহীদ আলতাফ মাহমুদ সংগীত বিদ্যানিকেতনের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন কর্মসূচি শেষ হয়।

রঞ্জন কুমার সিংহ
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

ডোমার বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন-এর সুলতানার স্বপ্ন-পাঠ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন-এর 'সুলতানার স্বপ্ন' জীবন ও লেখা গুরুত্বের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের কাছে কার্যকরভাবে মেলে ধরার লক্ষ্য নিয়ে ১৭ মে ২০২৫ দিনব্যাপী এক কর্মশালার আয়োজন করে। উক্ত কর্মশালায় ডোমার বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের নেটওয়ার্ক শিক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছে। কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল নারীদের ভূমিকা, রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনসহ বিভিন্ন নারীর জীবনী এবং সংগ্রামী চেতনা

শিক্ষার্থীদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া। আগে যতটুকু রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনকে জেনেছি কর্মশালায় যোগ দিয়ে 'সুলতানার স্বপ্ন' আমাকে অনেক কিছু জানার সুযোগ করে দিয়েছে। কর্মশালা থেকে ফিরে গিয়ে বিশেষ করে নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের 'সুলতানার স্বপ্ন' গল্পটি পড়ে তাদের অনুভুতিগুলো লেখার জন্য উদ্বুদ্ধ করি। শিক্ষার্থীরা তাদের অনুভূতিগুলো দেয়াল পত্রিকায় তুলে ধরে এবং অনান্য শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসে বিদ্যালয়ের কমন রুমে প্রদর্শন করে।

আগামীতে ইচ্ছা আছে 'সুলতানার স্বপ্ন' নিয়ে বিদ্যালয়ে নিয়মিত কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন, নারীদের অবদান তুলে ধরা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে বিদ্যালয়ের প্রতিটি শাখায় দেয়াল পত্রিকা প্রদর্শন এবং শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে 'সুলতানার স্বপ্ন'-এর পাঠ-প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করা।

হারুন অর রশিদ
সহকারী শিক্ষক
ডোমার বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, নীলফামারী
নেটওয়ার্ক শিক্ষক, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিশেষ অতিথি

বাংলাদেশস্থ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের হাই কমিশনার Michael Miller সস্ত্রীক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে মন্তব্য খাতায় লেখেন–

This is a powerful and instructive museum. My visit has deepened by love for my knowledge and understanding of the origin of this country. The European Union is present in Bangladesh as your steadfast partner and I will continue to work to deepen our relations. Our origin lay in the aftermath of war and our role is to support your development as well as peace in this region, mutual understanding and respect. I am myself– firm believe in the analyze that to know where you are going, you must know where you came from and the role of museums such as this is absolutely central.

Michael Miller/19.9.2025

বাংলাদেশস্থ ফরাসি রাষ্ট্রদূত Jean-Marc Série-Charlet মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে মন্তব্য খাতায় লেখেন–

Very happy to discover, in my first week in Dhaka as Ambassador of France to Bangladesh, to discover this splendid museum, full of documents and pictures, which allow to understand your country's history.

Thank you for your warm welcome! I will come back to discover more thoroughly the richness of its collection.

Merci beaucoup.

Jean-Marc Série-Charlet
Ambassadeur de France au Bangladesh.
IX. 2025

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অনুদান প্রদান

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নাসেহুন আমীন-এর হাতে ১ লক্ষ টাকার অনুদানের চেক হস্তান্তর করেন সুহৃদ জাকিয়া আফরিন।

বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজের (নির্ঝর) পক্ষে অধ্যক্ষ লে. কর্নেল কে এম জাহীদুল হাসান ১০ হাজার টাকার অনুদান প্রদান করেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মন্তব্য খাতা থেকে

ইতিহাস, কখনো মুছে ফেলা যায় না, চাইলেই সব কিছু ভোলা যায় না। এখানে না আসলে বুঝতেই পারতাম না বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে। সত্যি এক কথায় অসাধারণ। এইভাবে বাংলাদেশের ইতিহাস চিরজীবন বেঁচে থাকুক। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সঠিক ধারণা নিতে এখানে আসা দরকার সবার।

পারভেজ

ইতিহাসের অনেক কিছুই জানলাম আজকে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদেরকে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানতে সহযোগিতা করার জন্য।

মো: সাইফুল ইসলাম ও
আফসানা জামান বর্ষা

আমি এখানে আসতে পেরে খুব খুশি। এই কারণে যে, আমি ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

মো: বোরহান ইসলাম, পিরেরবাগ, মিরপুর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আমাদের পরিবারের সকলকে নিয়ে আসায় আমার পরিবারের সকলেই খুশি। এটা থেকে আমার সন্তানদের জানাতে পেরেছি যে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের জাতির বীরশ্রেষ্ঠ সন্তানরা কত কষ্ট-পরিশ্রম করে আমাদের এই বাংলাদেশ স্বাধীন করেছে। তার জন্য আমরা চির কৃতজ্ঞ থাকব।

মো: নুরুল আবেদীন
মহাখালী, ঢাকা

আগামীর আয়োজন

সুলতানার স্বপ্ন ঘিরে মতবিনিময় সভা

১৮ অক্টোবর, শনিবার ২০২৫ সকাল ১০টায় ঢাকার ১৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং পাঠাগার প্রতিনিধিদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রজেকশন রুমে দিনব্যাপী মতবিনিময় সভা আহ্বান করা হয়েছে। এতে ঢাকাস্থ বাংলাদেশ বেসরকারি পাঠাগার সংহতির ৮টি এবং ১৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করবেন। সভায় 'সুলতানার স্বপ্ন: শিক্ষার্থীসম্পৃক্ত সৃজনশীল-পাঠ' দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করার বিষয়ে মতবিনিময় হবে। ১৫ অক্টোবর ২০২৫ থেকে 'সুলতানার স্বপ্ন'-পাঠ প্রসারের দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মসূচি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে।

বিশ্ব অহিংসা দিবস

জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্ব অহিংসা দিবস প্রতি বছর ২ অক্টোবর পৃথিবী জুড়ে পালিত হয়ে আসছে। সংঘাত-পীড়িত বর্তমান বিশ্বে শান্তি, সম্প্রীতি ও সহনশীলতার গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্ব অহিংসা দিবস উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আগামী ২৪ অক্টোবর ২০২৫, শুক্রবার, বিকেল চারটায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানে শান্তি, সম্প্রীতি ও সহনশীলতা বিষয়ে কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে আগারগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করবে শহীদ আলতাফ মাহমুদ সংগীত বিদ্যানিকেতন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **মফিদুল হক**, ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official

শেষ পৃষ্ঠা